দৈনিক সংবাদ

তারিখ ··· MAY 1 1 1999

পৃষ্ঠা: ৭ কলাম ২

ফেনী থেকে বিধান মজুমদার সুমন ঃ রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে বছরের পর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীর্ণদশা ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালুর পরও প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের 'ড্রপ-আউট' রোধ করা যায়নি। প্রতিবছর জেলার প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত গড়ে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে।

একটি রাজনৈতিক সহিংসতার জের ধরে ফেনী পলিটেকনিক্যাল কলেজটি দেড় বছর বন্ধ রয়েছে। ১৯৯৭-এর ২৪শে আগস্ট নজরুল ইসলাম (২০) নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে ফেনী পলিটেকনিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে হত্যা

ফেনী ঃ রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। —সংবাদ

ফেনীর সমস্যা চিত্র-২

শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে নিম্নমুখী

করে এবং পরে ফেনী হাসপাতাল থেকে নজরুলের লাশ গুম করে — যে লাশ এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। এ কলেজ ক্যাম্পাস থেকে আরো কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘটনা এর আগেও ঘটে। ফলে সরকারি নির্দেশে ২৫শে আগস্ট '৯৭ থেকে কলেজটি বন্ধ আছে। কলেজের প্রায় ৯শ' ছাত্রছাত্রী এখন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন পলিটেকনিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। সিভিল প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কুমিল্লা টেকনিক্যাল কলেজে, ৩য় বর্ষের ছাত্রদের ঢাকা টেকনিক্যাল কলেজে, মেকানিক্যালের ছাত্রদের চট্টগ্রাম টেকনিক্যাল কলেজে, ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের ছাত্রদের ময়মনসিংহ টেকনিক্যাল কলেজে এবং শক্তি বিভাগের ছাত্রদের বরিশাল টেকনিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে।

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ফেনী পলিটেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের দেশের ১৯টি টেকনিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ কলেজটি আবার কবে চালু হবে কিংবা আদৌ চালু হবে কিনা তা বোঝা মুশকিল। কলেজের ৩০ জন শিক্ষক ও ৮৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সম্প্রতি সরকারি এক আদেশে দেশের বিভিন্ন টেকনিক্যাল কলেজে প্রেষণে বদলি করা হয়েছে।

ফেনী জেলায় বর্তমানে ৪শ' ৮টি সরকারি, ৭২টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও ৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ফেনী সদর থানায় ১শ' ৭টি সরকারি ও ২৫টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৬৪ হাজার ৫শ', সোনাগাজী থানার ৭৬টি সরকারি ও ১৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ হাজার ৭শ', দাগনভূঁইয়ার ৮১টি সরকারি ও ১৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার ৫শ', পরশুরাম থানার ৮৩টি সরকারি ও ১৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৪ হাজার এবং ছাগলনাইয়া থানার ৬১টি সরকারি ও ১০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ হাজার ২শ' ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। এ হিসেবে গড়ে প্রতিবছর ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং ৫ম শ্রেণীতে এসে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮ হাজারে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে আসতে ঝরে পড়েছে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী। সরকারি হিসেবেই 'ড্রপ আউটের' হার সাড়ে ২২ ভাগ।

ফেনীর প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফেনী সরকারি কলেজে শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া হচ্ছে বিঘ্নিত। ৯টি সহযোগী অধ্যাপকের পদসহ ১৯টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হলেও শিক্ষকের 'পদ' সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস ঠিকমত হচ্ছে না। এছাড়া বিভিন্ন বন্ধ ছাড়াও এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষা চলাকালে তিন দফায় তিন মাস কলেজ বন্ধ থাকে। এতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।

প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র নির্মাণ করে ছাত্রছাত্রীদের 'ক্লাস বন্ধ' থাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়া যায়। এছাড়া ১৯২২ সালে স্থাপিত ফেনী কলেজের মূল ভবনটি ৮ বছর পূর্বে 'ব্যবহার অনুপযোগী' ঘোষণা করা হয়েছে। ভবনের প্রায় অংশেই বর্ষাকালে পানি চুয়ায়। কলেজের বাউন্ডারি দেয়াল না থাকায় বিভিন্ন পরীক্ষার সময় 'বহিরাগতরা' সহজেই কলেজে ঢুকে পড়তে পারে। তাই বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

ফেনীতে সাম্প্রতিককালে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষার সময় ব্যাপকহারে 'অসদুপায়' অবলম্বনের তৎপরতা দেখা যায়। ফেনীর পাঁচটি থানা এলাকায় অনুষ্ঠিত এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষকদের সামনেই পরীক্ষার্থীরা 'নকল' করছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে না পারলে শিক্ষা ব্যবস্থা এক সময় ভেঙে পড়বে।